গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
অডিট শাখা
www.tmed.gov.bd

স্মারক নং- ৫৭.০০.০০০০.১৪২.১৬.৪৫.১৯-১০২

তারিখঃ ১১ শ্রাবণ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
২৬ জুলাই, ২০২০ খ্রি:

বিষয় : **কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর এর ২০১০, ২০১১, ২০১২ ও ২০১৩ সালে জারীকৃত আদেশে (শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতিত পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীদের নিকট হতে বিভিন্ন ফি আদায়) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে টিএমইডি কর্তৃক ভূতাপেক্ষা অনুমোদন প্রদান প্রসঙ্গে।**

সূত্র: ১। কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের স্মারক নং-৫৭.০৩.০০০০.০২২.৯৯ (অডিট-বিবিধ)-১৪১.১৮-১১, তারিখ: ০৩.০২.২০২০ খ্রি.।
২। টিএমইডি এর স্মারক নং-৫৭.০০.০০০০.১৪২.১৬.৪৫.১৯-৬২, তারিখ: ০২.০৩.২০২০ খ্রি.।
৩। কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের স্মারক নং-৫৭.০৩.০০০০.০২২.৯৯ (অডিট-বিবিধ)-১৪১.১৮-১৮, তারিখ: ২৩.০৩.২০২০ খ্রি.।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০১০,২০১১,২০১২ ও ২০১৩ সালে ডিটিই কর্তৃক জারীকৃত (শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতিত পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীদের নিকট হতে বিভিন্ন ফি আদায়) আদেশসমূহের ভূতাপেক্ষ অনুমোদন প্রদানের নিমিত্ত (তথ্য প্রমাণক ও মতামতসহ) ডিজি, ডিটিই কর্তৃক প্রতিবেদন টিএমইডি-তে প্রাপ্ত হয়েছে।

০২. শিক্ষা মন্ত্রণালয় অনুমোদন ব্যতিত কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারীকৃত (২০১০, ২০১১, ২০১২ ও ২০১৩ সালের) আদেশসমূহের মাধ্যমে বিভিন্ন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট কর্তৃক শিক্ষা মন্ত্রণালয় অনুমোদন বহির্ভূত শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন খাত হতে অর্থ আদায় করার কারণে শিক্ষা মন্ত্রণালয় অনুমোদন ব্যতিত অর্থ আদায়ের কারণে অডিট বিভাগ কর্তৃক আপত্তি উত্থাপিত হয়।

০৩. উত্থাপিত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির নিমিত্ত ডিটিই কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বিএসআর (টিএমইডির মতামতসহ) অডিট বিভাগ কর্তৃক গৃহীত না হওয়ায় বিষয়টি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে গত ২০.০২.২০২০ খ্রি.তারিখে অনুষ্ঠিত ত্রি-পক্ষীয় সভায় এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তা নিম্নরূপ:
"ডিটিই এর প্রস্তাবের আলোকে আপত্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে (শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র বহির্ভূত খাতে অর্থ আদায় ও ব্যয়) টিএমইডি এর ভূতাপেক্ষা অনুমোদন পাওয়া গেলে উক্ত ভূতাপেক্ষা অনুমোদনের আলোকে টিএমইডির মতামতসহ বিএসআর অনুযায়ী নিষ্পত্তির পদক্ষেপ নেয়া যায়" গ্রহণ করা হলো।

০৪. ত্রি-পক্ষীয় সভার উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে ডিটিই কর্তৃক প্রেরিত তথ্য ও আনুষাঙ্গিক অন্যান্য তথ্য নিম্নরূপ ছকে উত্থাপন করা হলো :

উত্থাপিত অডিট আপত্তি	আপত্তির বিপরীতে ডিটিই এর জবাব	ত্রি-পক্ষীয় সভার সিদ্ধান্ত	ত্রি-পক্ষীয় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিটিই এর নিকট টিএমইডি এর জিজ্ঞাসা	টিএমইডি'র জিজ্ঞাসার আলোকে ডিটিই এর জবাব	বর্তমানে এ বিষয়ে টিএমইডি'র করণীয়
১	২	৩	৪	৫	৬
পরিপত্র বহির্ভূত খাতে অর্থ আদায় ও উক্ত খাতসহ বিভিন্ন খাতে	টিএমইডির ভূতাপেক্ষ অনুমোদন গ্রহণ সম্ভব হলে উক্ত ভূতাপেক্ষা অনুমোদন গ্রহণক্রমে	ডিটিই এর প্রস্তাবের আলোকে আপত্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে	(ক) কোন কোন প্রয়োজনীয়তার নিরীখে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে	ডিটিই কর্তৃক টিএমইডির ভূতাপেক্ষ অনুমোদন গ্রহণক্রমে উক্ত অনুমোদনের আলোকে বিএসআর তৈরিক্রমে টিএমইডির মাধ্যমে অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণের মাধ্যমে আপত্তি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।	এটি একটি Long Pending অডিট আপত্তি। অবিভক্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতিত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ডিটিই এর নির্দেশনা ও অনুমোদনের আলোকে তৎকালীন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন বহির্ভূত

চলমান পাতা/২

উত্থাপিত অডিট আপত্তি	আপত্তির বিপরীতে ডিটিই এর জবাব	ত্রি-পক্ষীয় সভার সিদ্ধান্ত	ত্রি-পক্ষীয় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিটিই এর নিকট টিএমইডি এর জিজ্ঞাসা	টিএমইডি'র জিজ্ঞাসার আলোকে ডিটিই এর জবাব	বর্তমানে এ বিষয়ে টিএমইডি'র করণীয়
১	২	৩	৪	৫	৬
অব্যয়িত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি।	উক্ত অনুমোদনের আলোকে বিএসআর তৈরিক্রমে টিএমইডির মাধ্যমে অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণের মাধ্যমে আপত্তি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।	(শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র বহির্ভূত খাতে অর্থ আদায় ও ব্যয়) টিএমইডি এর ভূতাপেক্ষা অনুমোদন পাওয়া গেলে উক্ত ভূতাপেক্ষা অনুমোদনের আলোকে টিএমইডির মতামতসহ বিএসআর অনুযায়ী নিষ্পত্তির পদক্ষেপ নেয়া যায়।	২০১০,২০১১,২০১২ ও ২০১৩ সালে আদেশসমূহ জারী করা হয়েছিল?	এ কারণে শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে ২০০৭ সালে জারিকৃত পরিপত্রটি সাধারণ শিক্ষার উপযোগী হওয়ায় সেটির আলোকে পলিটেকনিক ও সমমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ভর্তি ফি আদায় করার উদ্দেশ্যে আদেশ জারি করা হয়- ১। **ভর্তি ফি:** শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে ২০০৬ সালে জারিকৃত উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ভর্তি নীতিমালা অনুযায়ী ভর্তি ইচ্ছুক প্রার্থীগণের নিকট হতে ভর্তির জন্য আবেদন পত্র ফরমের মূল্য বাবদ ১০ টাকা নেয়ার বিধান রয়েছে (সংযুক্তি-২) ২। **ইনস্টিটিউট জামানত :** যেহেতু ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যবহারিক ক্লাশে অনেক ধরণের খুচরা যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করতে হয়। সেহেতু এধরণের যন্ত্রপাতি কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হলে বা হারিয়ে গেলে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হয়। সুতরাং কোন ছাত্র-ছাত্রীর দ্বারা কোন খুচরা যন্ত্রপাতি ক্ষতিগ্রস্থ হলে তার ক্ষতিপূরণ সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীর জামানতের টাকা হতে আদায় করা হয়। কোন শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে এমনটি না ঘটলে শিক্ষা জীবন শেষে তাকে জামানতের টাকা ফেরত দেয়া হয়। ৩। **অভ্যন্তরীন পরীক্ষার ফি:** সাধারণ শিক্ষায় তাত্ত্বিক পরীক্ষার জন্য হল ডিউটি ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যবহারিক পরীক্ষার জন্য ফি নির্ধারণ করা হয়ে থাকে এবং তা সেশন অনুযায়ী পাবলিক পরীক্ষার জন্য নেয়া হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে কারিগরি শিক্ষার মূল্যায়নে তাত্ত্বিক পরীক্ষা, ধারাবাহিক মূল্যায়ন (ক্লাস টেস্ট, কুইজ টেস্ট, মধ্য পর্ব পরীক্ষা) এবং ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ের ব্যবহারিক ধারাবাহিক ও ব্যবহারিক সমাপনী পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। ফলে এসকল পরীক্ষার ব্যয় নির্বাহের জন্য অভ্যন্তরীন পরীক্ষা খাতে টাকা আদায় করা হয়ে থাকে।	কিছু খাতে শিক্ষার্থীদের নিকট হতে অর্থ আদায় করা হয় এবং প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থীদের চাহিদার আলোকে আদায়কৃত অর্থ ব্যয় করা হয়েছে মর্মে ডিজি, ডিটিই এর প্রতিবেদন হতে প্রতিয়মান হয়। যেহেতু প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনের নিরিখে উক্ত অতিরিক্ত অর্থ আদায় (যদিও মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নেয়া হয়নি) ও ব্যয় হয়েছে মর্মে ডিজি, ডিটিই এর প্রতিবেদন হতে প্রতিয়মান হয় সেহেতু অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণের লক্ষ্যে ডিটিই এর জবাব এবং ত্রি-পক্ষীয় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক উত্থাপিত অডিট আপত্তিসমূহের বিষয়ে ভূতাপেক্ষ অনুমোদন দেয়া হলো।

চলমান পাতা/৩

উত্থাপিত অডিট আপত্তি	আপত্তির বিপরীতে ডিটিই এর জবাব	ত্রি-পক্ষীয় সভার সিদ্ধান্ত	ত্রি-পক্ষীয় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিটিই এর নিকট টিএমইডি এর জিজ্ঞাসা	টিএমইডি'র জিজ্ঞাসার আলোকে ডিটিই এর জবাব	বর্তমানে এ বিষয়ে টিএমইডি'র করণীয়
১	২	৩	৪	৫	৬
পরিপত্র বহির্ভূত খাতে অর্থ আদায় ও উক্ত খাতসহ বিভিন্ন খাতে অব্যয়িত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি।	টিএমইডির ভূতাপেক্ষ অনুমোদন গ্রহণ সম্ভব হলে উক্ত ভূতাপেক্ষা অনুমোদন গ্রহণক্রমে উক্ত অনুমোদনের আলোকে বিএসআর তৈরিক্রমে টিএমইডির মাধ্যমে অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণের মাধ্যমে আপত্তি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।	ডিটিই এর প্রস্তাবের আলোকে আপত্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে (শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র বহির্ভূত খাতে অর্থ আদায় ও ব্যয়) টিএমইডি এর ভূতাপেক্ষা অনুমোদন পাওয়া গেলে উক্ত ভূতাপেক্ষা অনুমোদনের আলোকে টিএমইডির মতামতসহ বিএসআর অনুযায়ী নিষ্পত্তির পদক্ষেপ নেয়া যায়।		এ খাতে টাকা আদায় করা না হলে শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিক মূল্যায়ন সম্ভব হত না ফলে শিক্ষার্থীদের প্রকৃত মেধা যাচাই প্রক্রিয়া ব্যাহত হত। এ কারণে এ খাতে টাকা আদায় করা হয় যার বোর্ড নির্ধারিত অংশ বোর্ডে প্রেরণ করা হয়ে থাকে এবং প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রতিষ্ঠানের অংশ ব্যয় করা হয়ে থাকে। বোর্ড নির্ধারিত ফি আদায়ের জন্য বোর্ডের পাশাপাশি অধিদপ্তর হতে এসব আদেশ জারি করা হয়েছে। ৪। **মার্কসীট (অভ্যন্তরীণ) :** পলিটেকনিক ও সমমানের প্রতিষ্ঠানসমূহে উক্ত সময়কালে ১,৩,৫ পর্বসমূহের উত্তর মূল্যায়ন ও ফলাফল স্থানীয়ভাবে হত। এসকল পর্বে ছাত্র-ছাত্রীদের পর্বভিত্তিক প্রতি বিষয়ের নম্বর সম্বলিত নম্বরপত্র প্রদান করা হয়। উক্ত নম্বরপত্র খরচ বাবদ টাকা আদায় করা হয়েছে। ৫। **রেজিস্ট্রেশন ফি:** রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ আদায়কৃত টাকার পুরোটাই বোর্ডে প্রেরণ করা হয় যেটির ব্যাপারে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের দপ্তর আদেশ রয়েছে (সংযুক্তি-২)। ৬। **অভিভাবক দিবস :** প্রতি সেমিস্টারে একটি নির্দিষ্ট দিনে অভিভাবকদের প্রতিষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সেখানে অভিভাবকদের সাথে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় অভিভাবকগণ তাদের মূল্যবান মতামত প্রদান করে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক অগ্রগতিতে সহায়তা করে থাকেন। উক্ত অভিভাবক দিবস আয়োজনের উদ্দেশ্যে টাকা আদায় করা হয়। ৭। **অত্যাবশকীয় শিক্ষক কর্মচারী :** ২০০৭ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত পরিপত্রের তফসিল 'ক' এর ক্রমিক নং ২৪ এ নিরাপত্তা/নৈশপ্রহরী/অত্যাবশ্যকীয় খাতে ব্যয়/প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ আদায়ের বিধান রয়েছে (সংযুক্তি-৩)। এছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের ০৬ মার্চ ২০১৮ তারিখের স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৬.০৬.০১৫.২০১৬-২১৮ পত্র মোতাবেক	এটি একটি Long Pending অডিট আপত্তি। অবিভক্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতিত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ডিটিই এর নির্দেশনা ও অনুমোদনের আলোকে তৎকালীন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন বহির্ভূত কিছু খাতে শিক্ষার্থীদের নিকট হতে অর্থ আদায় করা হয় এবং প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থীদের চাহিদার আলোকে আদায়কৃত অর্থ ব্যয় করা হয়েছে মর্মে ডিজি, ডিটিই এর প্রতিবেদন হতে প্রতিয়মান হয়। যেহেতু প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনের নিরিখে উক্ত অতিরিক্ত অর্থ আদায় (যদিও মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নেয়া হয়নি) ও ব্যয় হয়েছে মর্মে ডিজি, ডিটিই এর প্রতিবেদন হতে প্রতিয়মান হয় সেহেতু অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণের লক্ষ্যে ডিটিই এর জবাব এবং ত্রি-পক্ষীয় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক উত্থাপিত অডিট আপত্তিসমূহের বিষয়ে ভূতাপেক্ষ অনুমোদন দেয়া হলো।।

চলমান পাতা/৪

উত্থাপিত অডিট আপত্তি	আপত্তির বিপরীতে ডিটিই এর জবাব	ত্রি-পক্ষীয় সভার সিদ্ধান্ত	ত্রি-পক্ষীয় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিটিই এর নিকট টিএমইডি এর জিজ্ঞাসা	টিএমইডি'র জিজ্ঞাসার আলোকে ডিটিই এর জবাব	বর্তমানে এ বিষয়ে টিএমইডি'র করণীয়
১	২	৩	৪	৫	৬
পরিপত্র বহির্ভূত খাতে অর্থ আদায় ও উক্ত খাতসহ বিভিন্ন খাতে অব্যয়িত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি।	টিএমইডির ভূতাপেক্ষ অনুমোদন গ্রহণ সম্ভব হলে উক্ত ভূতাপেক্ষা অনুমোদন গ্রহণক্রমে উক্ত অনুমোদনের আলোকে বিএসআর তৈরিক্রমে টিএমইডির মাধ্যমে অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণের মাধ্যমে আপত্তি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।	ডিটিই এর প্রস্তাবের আলোকে আপত্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে (শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র বহির্ভূত খাতে অর্থ আদায় ও ব্যয়) টিএমইডি এর ভূতাপেক্ষা অনুমোদন পাওয়া গেলে উক্ত ভূতাপেক্ষা অনুমোদনের আলোকে টিএমইডির মতামতসহ বিএসআর অনুযায়ী নিষ্পত্তির পদক্ষেপ নেয়া যায়।		উক্ত খাতে টাকা আদায়ের হার ২০০/- হতে বৃদ্ধি করে প্রথম ও দ্বিতীয় শিফটের জন্য (৩৭৫×২)= ৭৫০/- করা হয় (সংযুক্তি-৪)। ৮। **উন্নয়ন তহবিল (আইটি):** কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে তথ্য প্রযুক্তির প্রসার ঘটানোর উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানসমূহে ইন্টারনেট ব্যবস্থা চালু করা হয়। ইন্টারনেট ব্যবস্থা সাবলীলভাবে চলমান রাখতে তথা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের তথ্য প্রযুক্তির সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে আইটি খাতে টাকা আদায় করা হয়। ৯। **বিবিধ:** প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন প্রশাসনিক ও একাডেমিক কাজে অনেক সময় অপ্রত্যাশিত ব্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়। এসব ব্যয়ভার কোন নির্ধারিত খাত হতে বহন করা সম্ভব হয়ে উঠেনা। ফলে এ ধরণের অপ্রত্যাশিত ব্যয় মেটানোর জন্যই বিবিধ খাতে টাকা আদায় করা হয়ে থাকে।	এটি একটি Long Pending অডিট আপত্তি। অবিভক্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতিত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ডিটিই এর নির্দেশনা ও অনুমোদনের আলোকে তৎকালীন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন বহির্ভূত কিছু খাতে শিক্ষার্থীদের নিকট হতে অর্থ আদায় করা হয় এবং প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থীদের চাহিদার আলোকে আদায়কৃত অর্থ ব্যয় করা হয়েছে মর্মে ডিজি, ডিটিই এর প্রতিবেদন হতে প্রতিয়মান হয়। যেহেতু প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনের নিরিখে উক্ত অতিরিক্ত অর্থ আদায় (যদিও মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নেয়া হয়নি) ও ব্যয় হয়েছে মর্মে ডিজি, ডিটিই এর প্রতিবেদন হতে প্রতিয়মান হয় সেহেতু অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণের লক্ষ্যে ডিটিই এর জবাব এবং ত্রি-পক্ষীয় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক উত্থাপিত অডিট আপত্তিসমূহের বিষয়ে ভূতাপেক্ষ অনুমোদন দেয়া হলো।।
ঐ	ঐ	ঐ	(খ) উক্ত আদেশ সমূহ জারির ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় তথা টিএমইডির কোন অনুমোদন নেয়া হয়েছিল কি না। অনুমোদন না নেয়া হয়ে থাকলে না নেয়ার কারণ কী?	উক্ত আদেশসমূহ জারির ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের কোন অনুমোদন নেয়া হয়নি। অর্থাৎ তৎকালীন প্রকৃত প্রয়োজনীয়তার নিরীখে আদেশসমূহ জারি করা হয়েছিল। তবে উক্ত সময়ে ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য গঠিত কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে আদেশসমূহ জারি করা হয় (সংযুক্তি-৫)। অনুমোদন না নেয়ার কারণ: অবস্থা দৃষ্টে বুঝা যায় বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এর আদেশ এবং কারিগরি শিক্ষার পরীক্ষা পদ্ধতি বিবেচনায় নিয়ে এ আদেশসমূজ জারি করা হয়েছিল (সংযুক্ত-৬)।	ঐ
ঐ	ঐ	ঐ	(গ) উক্ত আদেশ সমূহ জারীর ক্ষেত্রে ডিটিই ক্ষমতা প্রাপ্ত কিনা?	মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নেয়া প্রয়োজন ছিল।	ঐ

চলমান পাতা/৫

উত্থাপিত অডিট আপত্তি	আপত্তির বিপরীতে ডিটিই এর জবাব	ত্রি-পক্ষীয় সভার সিদ্ধান্ত	ত্রি-পক্ষীয় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিটিই এর নিকট টিএমইডি এর জিজ্ঞাসা	টিএমইডি'র জিজ্ঞাসার আলোকে ডিটিই এর জবাব	বর্তমানে এ বিষয়ে টিএমইডি'র করণীয়
১	২	৩	৪	৫	৬
পরিপত্র বহির্ভূত খাতে অর্থ আদায় ও উক্ত খাতসহ বিভিন্ন খাতে অব্যয়িত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি।	টিএমইডির ভূতাপেক্ষ অনুমোদন গ্রহণ সম্ভব হলে উক্ত ভূতাপেক্ষা অনুমোদন গ্রহণক্রমে উক্ত অনুমোদনের আলোকে বিএসআর তৈরিক্রমে টিএমইডির মাধ্যমে অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণের মাধ্যমে আপত্তি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।	ডিটিই এর প্রস্তাবের আলোকে আপত্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে (শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র বহির্ভূত খাতে অর্থ আদায় ও ব্যয়) টিএমইডি এর ভূতাপেক্ষা অনুমোদন পাওয়া গেলে উক্ত ভূতাপেক্ষা অনুমোদনের আলোকে টিএমইডির মতামতসহ বিএসআর অনুযায়ী নিষ্পত্তির পদক্ষেপ নেয়া যায়।	(ঘ) অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির জন্য ভূতাপেক্ষ অনুমোদন ব্যতিত অন্য কোন বিকল্প সুযোগ আছে কিনা?	অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির জন্য ভূতাপেক্ষ অনুমোদন ব্যতিত অন্য কোন বিকল্প সুযোগ নেই।	এটি একটি Long Pending অডিট আপত্তি। অবিভক্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতিত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ডিটিই এর নির্দেশনা ও অনুমোদনের আলোকে তৎকালীন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন বহির্ভূত কিছু খাতে শিক্ষার্থীদের নিকট হতে অর্থ আদায় করা হয় এবং প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থীদের চাহিদার আলোকে আদায়কৃত অর্থ ব্যয় করা হয়েছে মর্মে ডিজি, ডিটিই এর প্রতিবেদন হতে প্রতিয়মান হয়। যেহেতু প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনের নিরিখে উক্ত অতিরিক্ত অর্থ আদায় (যদিও মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নেয়া হয়নি) ও ব্যয় হয়েছে মর্মে ডিজি, ডিটিই এর প্রতিবেদন হতে প্রতিয়মান হয় সেহেতু অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণের লক্ষ্যে ডিটিই এর জবাব এবং ত্রি-পক্ষীয় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক উত্থাপিত অডিট আপত্তিসমূহের বিষয়ে ভূতাপেক্ষ অনুমোদন দেয়া হলো।
ঐ	ঐ	ঐ	(ঙ) বর্তমানে পলিটেকনিক বা টিএসসিতে এরূপ কোন জটিলতা আছে কিনা?	বর্তমানে পলিটেকনিক বা টিএসসিতে এ ধরণের কোন জটিলতা নেই।	ঐ
ঐ	ঐ	ঐ	(ঙ) বর্তমানে পলিটেকনিক বা টিএসসিতে এরূপ কোন জটিলতা আছে কিনা?	বর্তমানে পলিটেকনিক বা টিএসসিতে এ ধরণের কোন জটিলতা নেই।	ঐ
ঐ	ঐ	ঐ	(চ) এ বিষয়ে অন্য কোন তথ্য যা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় হতে পারে।	তখনকার প্রশাসন এ আদেশসমূহ জারি করেছে যার প্রকৃত ব্যাখা জানা নেই। ফলে কৃতকর্ম হিসেবে অনুমোদনের সুপারিশ করা হলো।	ঐ

০৫. উপরিউক্ত ছকের ০৬ নং কলাম মতে স্মারক নং (১) কাশিঅ/পিআইডব্লিউ/২০১০/ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি/বোর্ড/পার্ট-৩/১৫২৯/৩২১(৫৩), তারিখ: ৩১/১০/২০১০, (২) কাশিঅ/পিআইডব্লিউ/২০১০/ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি/বোর্ড/পার্ট-৪/১৫২৯/৬৯০(৫৩), তারিখ: ২৪/১০/২০১১১, (৩) কাশিঅ/পিআইডব্লিউ/২০১২/ভর্তি-১/৫৪/১৫২৯/১১১৪(৬), তারিখ: ১০/১০/২০১২ এবং (৪) ৩৭.০৩.০০০০.০৬২.১৮.০০.১৩-২৬৫/১(৪৯), তারিখ: ২৬/০৬/২০১৩ খ্রি. নিম্নবর্ণিত শর্ত অনুসরণ সাপেক্ষে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ সাপেক্ষে ভূতাপেক্ষা অনুমোদন প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

ক) মন্ত্রণালয়ের অনুমতি ব্যতিত এরূপ আদেশ জারী করা সঠিক হয়নি;

খ) পরবর্তীতে একইরূপ ভুলের পুনরাবৃত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না। যদি ভবিষ্যতে এরূপ ভূলের পুনরাবৃত্তি ঘটে তবে সেটা ডিজি, ডিটিই এর ব্যক্তিগত দায় হিসেবে বিবেচিত হবে;

চলমান পাতা/৬

গ) এ অনুমোদন পরবর্তীতে সংঘটিত একইরূপ ত্রুটি সংশোধনের জন্য Reference হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না; এবং

(ঘ) এ অনুমোদনের আলোকে ত্রি-পক্ষীয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিএসআর আগামী ২০.০৮.২০২০ খ্রি. তারিখের মধ্যে টিএমইডি-তে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

০৬. এমতাবস্থায়, উপরিউক্ত নির্দেশনামতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক বিএসআর আগামী ২০.০৮.২০২০ খ্রি. এর মধ্যে টিএমইডি-তে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে মহোদয়কে অনুরোধ করা হলো।

২৬.০৭.২০
(নুরজাহান বেগম)
সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট)
ফোন: ৯৫৭৫২৭২

মহাপরিচালক,
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর,
আগারগাঁও, ঢাকা।

অনুলিপি (~~জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়~~ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরণ করা)

০১. মহাপরিচালক, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধর্ম বিষয়ক অডিট অধিদপ্তর, অডিট কমপ্লেক্স, ৬ষ্ঠ ও ৮ম তলা, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
০২. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৩. সিস্টেম এনালিস্ট, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় (পত্রটি ওয়েবসাইডে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
০৪. অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৫-০৬. অফিস কপি/ মাষ্টার কপি।